কালের কণ্ঠ

তারিখ ...2 4. JAN. 2015...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...2...

অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়নি ৪৪ স্কুল

মিরসরাইয়ে এসএসসি ফরম পূরণ

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি ▷

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার ৪৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সবকয়টির বিরুদ্ধে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এখানকার প্রায় সবকয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোর্ড নির্ধারিত এক হাজার ৪০০ টাকার অধিক ফি আদায় করেছে। কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা গেছে, হাইকোর্টের আদেশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্র এবং চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে কোনো বিদ্যালয় অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়নি।

উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের ক্ষেত্রে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ ২০ জানুয়ারির মধ্যে ফেরত দিতে গত ৬ জানুয়ারি হাইকোর্ট একটি নির্দেশনা দেয়। কোর্টের আদেশ অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ ২০ জানুয়ারির মধ্যে ফেরত দিতে নতুন একটি পরিপত্র জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মাহবুব হাসান গত ৯ জানুয়ারি বিভিন্ন দৈনিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। সেখানেও বলা হয়, ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফরম পূরণের ক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত আদায় করা অর্থ ২০ জানুয়ারির মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ওই নির্দেশনার মেয়াদ শেষ হয় গত মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি)।

মিরসরাই মডেল পাইলট স্কুলের এক পরীক্ষার্থীর বাবা অ্যাডভোকেট আহসান কবির বলেন, 'ছেলের ফরম পূরণে স্কুল কর্তৃপক্ষ তিন হাজার ৪০০ টাকা ফি নিয়েছে। এর মধ্যে বাকি টাকা ফেরত দেয়নি।' একই অভিযোগ করেছেন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের একাধিক অভিভাবক। অথচ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দিন দাবি করেন, তিনি ১৪০০ থেকে ১৪৯০ টাকার বেশি ফি আদায় করেননি। ৩৪০০ টাকা আদায়ের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাড়তি টাকা কোচিং ফি হিসেবে নেওয়া হয়েছে।' বাড়তি ফি ফেরত দিয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কোর্টের ওই নির্দেশনা ঢাকার বড় বড় স্কুলের জন্য।'

নাহেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, ফরম পূরণের ফি আদায় করা হয়েছে ৩৪০০ থেকে ৩৮০০ টাকা। ওই বিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগের তিনজন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'সন্তানের ফরম পূরণের ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৩৩০০ থেকে ৩৬০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করেছে। বাড়তি টাকা আর ফেরত দেয়নি।' নাহেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল হক বোর্ড নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বামনসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতি পরীক্ষার্থী থেকে ৩২০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত ফি আদায় করা হয়েছে। গোলকেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, পাণ্ডুমের নেছা উচ্চ বিদ্যালয় (পিএন), কে এম উচ্চ বিদ্যালয়, ঝুলনপুল বেণীমাদব উচ্চ বিদ্যালয়সহ প্রায় সবকয়টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রামাণ মিলেছে। কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেন, ৩৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মাহবুব হাসান বলেন, 'অভিযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বোর্ড ব্যবস্থা নিতে হলে অভিযোগকারীদের লিখিত অভিযোগ দিতে হবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত ফি আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিটি করেছে। ওই কমিটি জড়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। গত বুধবার এ-সংক্রান্ত একটি নির্দেশনাও আমাদের কাছে এসেছে।'

ওই কর্মকর্তা জানান, হাইকোর্টের আদেশের পর সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এ কে এম জাকির হোসেন ভূঁইয়া, উপসচিব গৌতম কুমার ও সিনিয়র সহকারী সচিব শাহীন আক্তারকে সদস্য করে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য, গত ৬ জানুয়ারি হাইকোর্টের বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের বেঞ্চ শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফি ছাড়াও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ ২০ জানুয়ারির মধ্যে ফেরতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। গত ৬ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হয়, যদি তা ফেরত দেওয়া না হয় তাহলে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া এ কমিটির সদস্যরা পরবর্তী তিন বছরের জন্য কমিটির সদস্য হতে পারবে না।